



কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ শিলচর, শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ৬ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
ISSUE-12 23th October 2026 Friday KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition www.krctimes/bangla
Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩

SUBSCRIBE
₹300 / year

WhatsApp payment details : 8721838313
info@krctimes.org

‘ভোটে লড়ার বদলে আত্মসমর্পণ করুক ইউপিপিএল’, কটাক্ষ হাগ্রামার

কোকরাঝাড় : বিটিসি উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল)-এর আত্মসমর্পণ করা উচিত বলে কটাক্ষ করলেন বিটিসি প্রধান হাগ্রামা মহিলারি। শুক্রবার তিনি দাবি করেন, রৌতা, কাজলগাঁও ও দরংগাজুলিতে উপনির্বাচনে লড়লেও জয়ের সম্ভাবনা নেই ইউপিপিএলের। মহিলারি বলেন, ইউপিপিএলের আত্মসমর্পণ করা উচিত। নির্বাচনে লড়ে কোনও লাভ নেই। পাশাপাশি, তাঁর দাবি, এই তিনটি কেন্দ্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবে তাঁর দল বড়োলাভ পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)। আসন্ন উপনির্বাচনকে ঘিরে বড়োলাভ অঞ্চলে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ছে। তবে বিপিএফের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের দাবি হাগ্রামার রাজনৈতিক বক্তব্য।

বড় উচ্ছেদের আগেই ব্যবস্থা, বন দফতরকে কড়া নির্দেশ হিমন্তের

বনভূমি বেদখল রুখতে এআই-উপগ্রহচিত্রে নজরদারি

গুয়াহাটি : বনভূমিতে বেদখল শুরু হলেই তা চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিস্থিতি বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান পর্যন্ত গড়াতে দেওয়া চলবে না। বনাঞ্চল রক্ষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও উপগ্রহচিত্রের সাহায্যে নজরদারি জোরদার করার নির্দেশ দিয়ে শুক্রবার বন দফতরকে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। একই সঙ্গে বিভাগের রাজস্ব বৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার উপরেও জোর দেন তিনি।



দিসপুরের লোকসেবা ভবনে বনকর্মীদের অনলাইন বদলি ব্যবস্থার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বুলডোজার চালানো কোনও মুখ্যমন্ত্রীর কাছেই আনন্দের বিষয় নয়। কিন্তু বনাঞ্চল রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। নতুন ‘ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার র্যান্ডমাইজেশন সিস্টেম’ (ইটিআরএস) চালুর সঙ্গে সঙ্গেই বদলির যোগ্য ২,১৩৭ জন বনকর্মীর নির্দেশ জারি হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ডেপুটি রেঞ্জার, ফরেস্টার, ফরেস্ট গার্ড-সহ বিভিন্ন পদকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে।

বনভূমি দখলের ঘটনা সামনে আসার পর থানায় অভিযোগ জানানোর পরিবর্তে গোড়াতেই

তা ঠেকানোর নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, সম্প্রতি ৬০০ হেক্টরের বেশি বনভূমি বেদখলমুক্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া জমিতে দ্রুত বনসৃজন এবং এখনও দখলে থাকা জমির তথ্যভান্ডার তৈরির নির্দেশও দিয়েছেন তিনি।

এদিকে, গত তিন বছর ধরে বন বিভাগের রয়্যালটি ও রাজস্ব আদায় প্রায় ৭০০ কোটি টাকায় আটকে থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন শর্মা। অবৈধ পাথর-বালির কারবার রুখতে অনুমোদিত খাদান ও বালিমহাল থেকে সরবরাহ বাড়ানোর নির্দেশ দেন তিনি। তাঁর মতে, রাজ্যের প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকার সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে বৈধভাবে পাথর সরবরাহ করা গেলে রাজস্ব বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান দুই-ই সম্ভব।

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে ২৩.২৫ লক্ষ টাকার হেরোইন উদ্ধার, গ্রেফতার যুবক

বদরপুর : কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে তল্লাশি চালিয়ে ২৩ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের সন্দেহভাজন হেরোইন উদ্ধার করল জিআরপি ও আরপিএফ। শুক্রবার ১৩১৭৬ নম্বর ট্রেনের এস-৭ কামরা থেকে



১১৬.২৮ গ্রাম মাদক উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় আনজার হুসেন (২০) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বদরপুর জিআরপি থানার ওসি বিনোদ কলিতা মাদক পাচারের গোপন খবর পেয়ে তল্লাশির নির্দেশ দেন। অভিযানে একটি হালকা নীল রঙের ট্রলি ব্যাগের মধ্যে নটি সাবানের কোঁটায় লুকিয়ে রাখা হেরোইন উদ্ধার হয়। মাদকের আনুমানিক বাজারমূল্য ২৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। অভিযুক্তের বাড়ি নগাঁও জেলার জুরিয়া থানার ফুরহানি-আটি এলাকায়। এনডিপিএস আইনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি মাদক পাচারের উৎস ও গন্তব্য জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ধাক্কায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের শেয়ার

নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় তথ্য

গুয়াহাটি : ব্যাঙ্ক জালিয়াতির খবর প্রকাশ্যে এলে বেসরকারি ব্যাঙ্কের তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের শেয়ারে বেশি নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। অসম ও নাগাল্যান্ডের দুই গবেষকের সমীক্ষায় উঠে এসেছে এমনই তথ্য। গবেষকদের মতে, ব্যাঙ্কের মালিকানার ধরন, প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতা এবং আকার বিনিয়োগকারীদের প্রতিক্রিয়া নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জয় দাস এবং অসমের তুলুঙ্গিয়ার পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহেশ দাহাল চারটি বড় ব্যাঙ্ক জালিয়াতির ঘটনা বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ও কানাডা ব্যাঙ্কে ঘিরে ঘটনাগুলি গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারদরের তথ্য বিশ্লেষণে ‘ইভেন্ট স্টাডি’ ও রিগ্রেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে ‘ট্রিক্স জার্নাল অব ইকোনমিক্স’-এ।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, জালিয়াতির খবর প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির শেয়ারে উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক অস্থায়ীক রিটার্ন দেখা যায়। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব



ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে এই প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে প্রতিক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে দেরিতে এসেছে অথবা তার তীব্রতা কম ছিল।

জালিয়াতির প্রভাব সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অন্য ব্যাঙ্কের শেয়ারদরেও তার প্রভাব পড়তে পারে বলে জানিয়েছেন গবেষকেরা। তবে তুলনামূলকভাবে বড় ও প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলি বাজারের ধাক্কা সামলাতে কিছুটা বেশি সক্ষম বলে সমীক্ষায় ইঙ্গিত মিলেছে।

নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জগদীশ কুমার পট্টনায়ক বলেন, মালিকানা, প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা ও আকারের সঙ্গে বাজারের প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক এই গবেষণায় স্পষ্ট হয়েছে। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, সুশাসন ও আর্থিক দায়বদ্ধতা বাড়ানোর গুরুত্বও তুলে ধরেছে সমীক্ষাটি।

তবে মাত্র চারটি জালিয়াতির ঘটনা বিশ্লেষণ করায়, এই ফলাফল সব ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া যায় না।

আগরতলায় কার্নিভাল ঘিরে কড়া নিরাপত্তা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর

আগরতলা : দুর্গাপূজার পর আগরতলায় মায়ের গমন কার্নিভাল ঘিরে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ছে শহর। বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদেরও মোতায়েন করা হচ্ছে। শোভাযাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ, যান চলাচল পরিচালনা এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ।



রাজ্য পুলিশের আইনশৃঙ্খলা বিভাগের আইজি মেনচাক ইপ্লার জানিয়েছেন, কার্নিভালের শোভাযাত্রার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগের আধিকারিকদের নিয়ে প্রস্তুতি পর্যালোচনা বৈঠকও করেছেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, ট্রাফিক

বিভাগের পুলিশ সুপার কান্তা জাঙ্গির-সহ পদস্থ আধিকারিকেরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (সিএপিএফ) ও কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর (সিআরপিএফ) জওয়ানদের

বিভিন্ন দায়িত্বে রাখা হবে। শোভাযাত্রার পথে নিরাপত্তা বজায় রাখা, জনসমাগম সামলানো এবং প্রয়োজনে দ্রুত উদ্ধার ও জরুরি পরিষেবা নিশ্চিত করাই বাহিনীর প্রধান লক্ষ্য।

আইজি ইপ্লার বলেন, মায়ের গমন কার্নিভাল ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরার গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। এই অনুষ্ঠান দেখতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও দর্শনার্থীরা আসেন। তাই আয়োজনকে নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল রাখতে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের সমন্বয় জরুরি।



পঞ্জাবে মাদক ও গ্যাংস্টার-রাজ:

গ্রেফতারি নয়, অপরাধের শিকড় উপড়ানোই চ্যালেঞ্জ

তোলাবাজি, খুন, মাদক পাচার এবং বিদেশে বসে অপরাধের জাল নিয়ন্ত্রণ; সব মিলিয়ে পঞ্জাবের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। হাজার হাজার গ্রেফতারির পরেও যদি অপরাধের চক্র অটুট থাকে, তবে স্পষ্ট যে সমস্যার শিকড় আরও গভীরে। সীমান্ত সুরক্ষা থেকে অপরাধীদের আর্থিক সাম্রাজ্য ধ্বংস, দ্রুত বিচার থেকে মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন; প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজন সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ। পঞ্জাবের লুথিয়ানা, মোগা কিংবা আবোহরের মতো শহরে ব্যবসায়ীদের উদ্বেগের তালিকায় এখন শুধু বিক্রিবাটা কমে যাওয়া বা করের বোঝা নেই। অচেনা বিদেশি নম্বর থেকে ফোন, কয়েক লক্ষ টাকা তোলার দাবি এবং টাকা না দিলে প্রাণঘাতী পরিণতির হুমকি তাঁদের আতঙ্কিত করছে। গত দু'বছরে পঞ্জাব পুলিশ ৫০০-রও বেশি তোলাবাজির ফোনের অভিযোগ পেয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

২০২৫ সালের জুলাইয়ে আবোহরে নিজের শোরুমের সামনে গুলিতে খুন হন ব্যবসায়ী সঞ্জয় বর্মা। তার কয়েক দিন আগে মোগায় নিজের নার্সিংহোমের ভিতরে গুলিবিদ্ধ হন এক চিকিৎসক। ঘটনাগুলি দেখিয়ে দেয়, অপরাধীরা ভয়কে পুঁজি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করছে। চলতি অক্টোবরেও উদ্বেগ বেড়েছে। ৩ অক্টোবর মাদ সাফু নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করা হয়। এর দশ দিন পর মানসায় খুন হন মাদকবিরোধী কর্মী পরমিন্দর সিং ঝোটা। অভিযোগ, মাদক ব্যবসার বিরুদ্ধে সরব হওয়ার জেরেই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে। যদিও পুলিশ ব্যক্তিগত শত্রুতার সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত এবং মাদকবিরোধী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি।

অপরাধ দমনে গ্রেফতারির পাশাপাশি দ্রুত বিচারও গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেদনে উদ্ধৃত ২০২৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পঞ্জাবে নিষ্পত্তি হওয়া ফৌজদারি মামলাগুলির মাত্র ৩৪.৭ শতাংশে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। জাতীয় গড় ছিল ৫০.৩ শতাংশ। একই বছরের শেষে প্রায় ১.২৯ লক্ষ ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন ছিল। ২০২২ সালে সিধু মুসেওয়ালার হত্যাকাণ্ড গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এমন আলোচিত মামলার বিচারেও দীর্ঘ সময় লাগলে সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রত্যাশা দুর্বল হতে পারে। তাই তদন্তের মান উন্নত করা, সাক্ষীদের নিরাপত্তা দেওয়া এবং বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত করার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

পাকিস্তানের সঙ্গে পঞ্জাবের ৫৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচার রুখতে নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান চালাচ্ছে। কিন্তু ড্রোনের ব্যবহার পাচারকারীদের কাজকে আরও জটিল করেছে। প্রতিবেদনে উদ্ধৃত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে সীমান্তরক্ষী বাহিনী পঞ্জাব সীমান্তে ২৭২টি ড্রোন এবং ৩৬৭ কিলোগ্রামেরও বেশি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছিল।

মাদক ব্যবসার অর্থ অস্ত্র কেনা, অপরাধী নিয়োগ এবং বিদেশে বসে অপরাধের নেটওয়ার্ক পরিচালনায় ব্যবহার হতে পারে। তাই শুধু মাদক উদ্ধার নয়, আর্থিক মদতদাতা, মূল চক্রের সদস্য এবং তাদের যোগাযোগের নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করাও জরুরি।

পঞ্জাব সরকার মাদকবিরোধী অভিযানে বিপুল গ্রেফতারির দাবি করেছে। কিন্তু সাফল্যের প্রকৃত মাপকাঠি শুধু গ্রেফতারির সংখ্যা নয়; অপরাধের পুনরাবৃত্তি কতটা কমল, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য আধুনিক সীমান্ত নজরদারি, বেআইনি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, দ্রুত বিচার এবং কেন্দ্র-রাজ্যের সমন্বয় প্রয়োজন।

পাশাপাশি, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আসক্তদের অপরাধী পাচারকারীদের সঙ্গে এক বন্ধনীতে ফেলা উচিত নয়। তরুণদের কর্মসংস্থান, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ানোও জরুরি।

পঞ্জাবের মানুষকে নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিতে রাজনৈতিক দোষারোপ নয়, প্রয়োজন ধারাবাহিক পদক্ষেপ ও জবাবদিহি। একজন ব্যবসায়ী নিশ্চিন্তে দোকান খুলতে পারছেন কি না, মাদকবিরোধী কর্মী নিরাপদে বাঁচতে পারছেন কি না; এই প্রশ্নগুলির উত্তরেই নির্ধারিত হবে অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রকৃত সাফল্য।

পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু কি শুধুই দুর্ঘটনা ? নাগরিক শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতার মাশুল

আবির ব্যানার্জি

দুর্বল পরিকল্পনা, পরিকাঠামোর ঘাটতি, ভিআইপি সংস্কৃতি এবং নিয়ম ভাঙার প্রবণতা; ভারতে বারবার পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা এক গভীর সামাজিক ও প্রশাসনিক সংকটের প্রতিফলন। বিপুল জনসমাগম আয়োজনের দক্ষতা থাকলেও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন বারবার ব্যর্থ হচ্ছে ব্যবস্থা? শুধু শোকপ্রকাশ ও ক্ষতিপূরণ নয়, প্রয়োজন দায়বদ্ধতা, কঠোর নিরাপত্তাবিধি এবং নাগরিক দায়িত্ববোধের পুনর্গঠন।

কলকাতার চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গাপূজার মণ্ডপে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা আবারও সামনে এনেছে জনসমাগম ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা। উৎসব, ধর্মীয় অনুষ্ঠান কিংবা রাজনৈতিক সমাবেশে বিপুল মানুষের উপস্থিতি নতুন নয়। অথচ ভিড় সামলানোর প্রস্তুতি, পরিকাঠামো এবং প্রশাসনিক সমন্বয় সেই অনুপাতে উন্নত হয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ধারণ তদন্তসাপেক্ষ। তবে বারবার একই ধরনের বিপর্যয় ঘটতে থাকা স্পষ্ট করে, সমস্যাটি বিচ্ছিন্ন নয়, বরং ব্যবস্থাগত।

কোনও জায়গায় মানুষের ঘনত্ব বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছেলে ব্যক্তির নিজের চলাফেরার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যেতে পারে। পিছন থেকে ক্রমাগত চাপ, সরু পথ, বেরোনোর রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া কিংবা হঠাৎ আতঙ্ক পরিস্থিতিকে প্রাণঘাতী করে তুলতে পারে। বৃষ্টি, গুজব বা একজনের পড়ে যাওয়াও ভিড়ের মধ্যে দ্রুত বিশৃঙ্খলা ছড়াতে পারে।

কিন্তু এই বিপদ অনেক ক্ষেত্রেই আগাম পরিকল্পনার মাধ্যমে ঠেকানো সম্ভব। প্রবেশ ও প্রস্থানের পৃথক পথ, নির্দিষ্ট ধারণক্ষমতা, জরুরি বহির্গমন, পর্যাপ্ত চিকিৎসা পরিষেবা এবং প্রশিক্ষিত কর্মী জনসমাগম ব্যবস্থাপনার মৌলিক শর্ত। ২০০৩ সালের নাসিক এবং ২০০৫ সালের মাক্কারদেবীর মতো বিপর্যয়ও দেখিয়েছে, নিরাপত্তায় সামান্য অবহেলার পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অনেক আয়োজনে জাঁকজমক, প্রচার এবং দর্শনার্থীর সংখ্যা যতটা গুরুত্ব পায়, নিরাপত্তা ততটা পায় না। অস্থায়ী ব্যারিকেড ও স্বেচ্ছাসেবকদের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করে বিপুল ভিড় সামলানোর চেষ্টা করা হয়। অথচ বিপদের মুহূর্তে কয়েক মিনিটের বিশৃঙ্খলাও বহু প্রাণ কেড়ে নিতে পারে।

সমস্যার দায় শুধু প্রশাসনের নয়; নাগরিক আচরণও গুরুত্বপূর্ণ। লাইনে দাঁড়াতে অনীহা, ব্যারিকেড পেরিয়ে আগে যাওয়ার চেষ্টা কিংবা নিরাপত্তারক্ষীর নির্দেশ উপেক্ষা করার প্রবণতা জনসমাগমে বিপদ বাড়াতে পারে। একজন নিয়ম ভাঙলে অন্যরাও তাঁকে অনুসরণ করেন। প্রত্যেকেই মনে করেন, পিছিয়ে থাকলে হয়তো আর সামনে পৌঁছনো যাবে না। ব্যক্তিগত সুবিধার এই প্রতিযোগিতা শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। তবে নাগরিক শৃঙ্খলার কথা বলে বিপর্যয়ের শিকার মানুষদের দায়ী করা অনুচিত। বিপজ্জনক ভিড়ে আটকে পড়লে অনেক সময় নিজের শরীরের উপরেও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার সুযোগও হারিয়ে যায়। তাই প্রশ্ন হওয়া উচিত, মানুষকে এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পৌঁছতে দেওয়া হল কেন? ধারণক্ষমতার বাইরে ভিড় জমতে দেওয়া হয়েছিল কি না, নিরাপত্তাবিধি মানা হয়েছিল কি না এবং বিপদের লক্ষণ দেখা দেওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কি না, তার উত্তর প্রশ্নের ভিত্তিতে খুঁজতে হবে।

নাগরিক দায়িত্ববোধের অর্থ শুধু অন্যকে নিয়ম মানতে বলা নয়। নিজে নিয়ম মানা, অন্যের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীল আচরণ করাও তার অংশ। জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভিআইপি সংস্কৃতিও বড় প্রশ্ন। রাজনৈতিক নেতা, প্রভাবশালী ব্যক্তি কিংবা উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জন্য বিশেষ প্রবেশপথ ও চলাচলের ব্যবস্থা অনেক সময় সাধারণ মানুষের গতিপথে প্রভাব ফেলে। নিরাপত্তা পরিকল্পনা নির্দিষ্ট পথ,

সময় এবং মানুষের চলাচলের হিসাব ধরে তৈরি হয়। সেই ব্যবস্থায় হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলে বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে।

আরও বড় সমস্যা হল, ক্ষমতাবানদের জন্য নিয়ম শিথিল করা হলে সাধারণ মানুষের কাছেও নিয়মের গুরুত্ব কমে যায়। বার্তা যায়, প্রভাব থাকলে ব্যতিক্রমের সুযোগ রয়েছে। অথচ জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিয়ম সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। বিশেষ নিরাপত্তার প্রয়োজন থাকলে তার ব্যবস্থা করতে হবে, কিন্তু তা যেন সাধারণ মানুষের জীবনকে ঝুঁকির মুখে না ফেলে।

সীমিত সম্পদ দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়ার দক্ষতা অনেক ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়। কিন্তু সেই মানসিকতা দিয়ে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি এবং পরিকাঠামোর ঘাটতি পূরণ করা যায় না। বিপুল জনসমাগম হবে জেনেও পর্যাপ্ত বহির্গমনপথ না রাখা, ভিড়ের সম্ভাব্য চাপ বিচার না করা কিংবা চিকিৎসা ও উদ্ধারকারী দল প্রস্তুত না রাখা দায়িত্বহীনতার পরিচয়।

প্রতিটি বড় অনুষ্ঠান আয়োজনের আগে ঝুঁকি মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক হওয়া প্রয়োজন। সম্ভাব্য দর্শনার্থীর সংখ্যা, জায়গার ধারণক্ষমতা, প্রবেশ ও প্রস্থানের পথ, জরুরি বহির্গমন এবং চিকিৎসা পরিষেবার পরিকল্পনা স্পষ্ট থাকতে হবে। প্রযুক্তির সাহায্যে ভিড়ের ঘনত্ব পর্যবেক্ষণ করে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগেই প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পুলিশ, আয়োজক, পুরসভা এবং জরুরি পরিষেবার মধ্যে সমন্বয়ও জরুরি। কখন প্রবেশ বন্ধ করতে হবে, কোন পথে মানুষকে সরানো হবে এবং জরুরি পরিস্থিতিতে কে সিদ্ধান্ত নেবেন, তা আগে থেকেই নির্ধারিত থাকা দরকার।

প্রতিটি বিপর্যয়ের পর তদন্তের পরিধি শুধু তাৎক্ষণিক কারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না। নিরাপত্তা পরিকল্পনায় ত্রুটি ছিল কি না, সতর্কবার্তা উপেক্ষা করা হয়েছিল কি না, অনুমোদিত ধারণক্ষমতা মানা হয়েছিল কি না এবং উদ্ধারকাজে বিলম্ব ঘটেছিল কি না, সব দিক খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। দায় নির্ধারিত হলে আইন মেনে ব্যবস্থা নিতে হবে।

শুধু ক্ষতিপূরণ ঘোষণা, কয়েকজনকে সাময়িক বরখাস্ত কিংবা ভবিষ্যতে সতর্ক থাকার আশ্বাস দিয়ে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। প্রতিটি বিপর্যয় থেকে পাওয়া শিক্ষা পরবর্তী আয়োজনের পরিকল্পনায় বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, তারও মূল্যায়ন প্রয়োজন। নিরাপত্তাবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আয়োজক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

একই সঙ্গে নাগরিকদেরও নিয়ম মানার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সংগঠনগুলির মাধ্যমে অন্যের অধিকার ও জনপরিসরের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। বিদেশে সুশৃঙ্খল পরিষেবা প্রত্যাশা করে নিজের দেশে নিয়ম মানতে অনীহা দেখানো কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ভারতের বিপুল জনসমাগম আয়োজনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ধর্মীয় উৎসব থেকে রাজনৈতিক সমাবেশ; বড় অনুষ্ঠানে মানুষের অংশগ্রহণ দেশের সামাজিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু আয়োজনের ব্যাপকতা আর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দক্ষতা এক বিষয় নয়। কোনও অনুষ্ঠান কত বড় বা কত প্রচার পেয়েছে, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকে নিরাপদে সেখানে পৌঁছতে এবং ফিরে যেতে পারছেন কি না।

পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু সাধারণত একক কোনও ভুলের ফল নয়। প্রশাসনিক অবহেলা, অপরাধী পরিকাঠামো, নিয়ম ভাঙার প্রবণতা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার মিলেই পরিস্থিতিকে প্রাণঘাতী করে তুলতে পারে। তাই চোরবাগানের মর্মান্তিক ঘটনা থেকে প্রকৃত শিক্ষা হবে তখনই, যখন জনসমাগমের নিরাপত্তা আর আনুষ্ঠানিকতার বিষয় হয়ে থাকবে না। সভ্য সমাজের পরিচয় শুধু তার উৎসবের জাঁকজমক কিংবা বিপুল আয়োজনের ক্ষমতায় নয়; সাধারণ মানুষ কতটা নিরাপদে সেই আয়োজনে অংশ নিতে পারেন, তার মধ্যেই প্রকৃত পরিচয় নিহিত।

নাগাল্যান্ডে এসআইআর-এর খসড়া তালিকায় বাদ ৩৬ হাজারের বেশি ভোটারের নাম

ডিমাপুর : নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর জেলায় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর জেরে খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৩৬,৬২৯ জন ভোটারের নাম। জেলার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র মিলিয়ে ২০২৫ সালে ভোটারের সংখ্যা ছিল ১,২৫,৭০৩। এসআইআর-এর পর প্রকাশিত খসড়া তালিকায় সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৮৯,০৭৪-এ।

বৃহস্পতিবার ডিমাপুরের জেলাশাসকের দফতরে আয়োজিত এক পর্যালোচনা বৈঠকে এই তথ্য জানান জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক টিনোজংশি চাং। ২০২৬ সালের এসআইআর-এর আওতায় প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। কেন্দ্রভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ডিমাপুর-১ কেন্দ্রে ২০২৫ সালে ভোটার ছিলেন ২৫,৫২৫ জন। সেখান থেকে ৮,৭৪৯ জনের নাম বাদ পড়ায় খসড়া তালিকায় ভোটারের সংখ্যা কমে হয়েছে ১৬,৭৭৬।

ডিমাপুরে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ ৩৬, ৬২৯ জনের নাম

ডিমাপুর : নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর জেলায় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর পর খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৩৬,৬২৯ জনের নাম। ২০২৫ সালে জেলার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার ছিলেন ১,২৫,৭০৩ জন। সংশোধনের পর প্রকাশিত খসড়া তালিকায় সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৮৯,০৭৪-এ।

বৃহস্পতিবার জেলাশাসকের দফতরে আয়োজিত পর্যালোচনা বৈঠকে এই তথ্য জানান জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক টিনোজংশি চাং। ২০২৬ সালের এসআইআর প্রক্রিয়ার অগ্রগতি এবং খসড়া তালিকার পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

কেন্দ্রভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ডিমাপুর-১ কেন্দ্রে ৮,৭৪৯ জনের নাম বাদ পড়েছে। সেখানে ভোটার সংখ্যা ২৫,৫২৫ থেকে কমে হয়েছে ১৬,৭৭৬। ডিমাপুর-২ কেন্দ্রে সর্বাধিক ১৯,৬০৫ জনের নাম বাদ যাওয়ায় ভোটার সংখ্যা ৬০, ৯২০ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪১, ৩১৫। ডিমাপুর-৩ কেন্দ্রে ৮,২৭৫ জনের নাম বাদ পড়েছে। এই কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ৩৯,২৫৮ থেকে কমে হয়েছে ৩০,৯৮৩।

এদিকে, ২২ অক্টোবর পর্যন্ত ৫৩, ৮০৬টি নোটিস তৈরির লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৫৩,৭৯৭টি তৈরি হয়েছে। বিলি হয়েছে ৫০,৮৩৫টি; বাকি ২, ৯৬২টি। ২৬ জুলাই থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত জমা পড়া ২,৯৪৩টি ফর্মের মধ্যে ৯৩৯টির নিষ্পত্তি এখনও বাকি।



ডিমাপুর-২ কেন্দ্রে বাদ পড়েছে সবচেয়ে বেশি নাম; ১৯,৬০৫টি। ২০২৫ সালে এই কেন্দ্রে ৬০, ৯২০ জন ভোটার থাকলেও খসড়া তালিকায় তাঁদের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৪১,৩১৫-এ।

অন্যদিকে, ডিমাপুর-৩ কেন্দ্রে আগের তালিকায় ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩৯,২৫৮। সেখান থেকে ৮,২৭৫ জনের নাম বাদ যাওয়ার পর খসড়া তালিকায় ভোটার রয়েছেন ৩০,৯৮৩ জন। ভোটার তালিকা সংশোধনের পাশাপাশি নোটিস তৈরি ও বিলির অগ্রগতি এবং জমা পড়া ফর্মগুলির

নিষ্পত্তি নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। ২২ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ৫৩,৮০৬টি নোটিস তৈরির প্রয়োজন ছিল। এর মধ্যে ৫৩,৭৯৭টি নোটিস তৈরি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৫০,৮৩৫টি নোটিস বিলি হলেও ২,৯৬২টি বিলি করা বাকি রয়েছে। ২৬ জুলাই থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র মিলিয়ে মোট ২,৯৪৩টি ফর্ম জমা পড়েছে। এর মধ্যে ৯৩৯টি ফর্মের নিষ্পত্তি এখনও বাকি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলার ভোটার তালিকা পর্যবেক্ষক সোংসুলা, নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক, সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক এবং স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিরা।

মাঠপর্যায়ে যাচাইয়ের সময় কী ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা নিয়েও খোঁজ নেন পর্যবেক্ষক। মৃত ভোটারের নাম, বানানগত ভুল এবং নির্বাচনকর্মী ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের কাজের ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে আলোচনা হয়।

ভারত-মায়ানমার সীমান্তে ৩১ হাজার কোটির বেড়া

■ কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন মণিপুরের রাজ্যপাল ■

ইম্ফল : অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান রুখতে ভারত-মায়ানমার সীমান্তে বেড়া নির্মাণের কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করার উপর জোর দিলেন মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভান্সা। বৃহস্পতিবার লোকভবনে নিরাপত্তা সংক্রান্ত পর্যালোচনা বৈঠকে ৩১ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন তিনি। সীমান্তবর্তী জেলাগুলির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় নিয়েও আলোচনা হয়।

বৈঠকে সীমান্ত সড়ক টাস্ক ফোর্সের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল দেব প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি তুলে ধরেন। সীমান্তে বেড়া ও সংলগ্ন টহলদারি রাস্তা নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে সীমান্ত সড়ক সংস্থা (বিআরও)। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব, নিরাপত্তা উপদেষ্টা, পুলিশপ্রধান মুকেশ সিং-সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার আধিকারিকেরা। উখরুল, চান্দেল, চুড়াচাঁদপুর ও তেংনৌপাল জেলার পরিস্থিতিও পর্যালোচনা করা হয়।

ভারত-মায়ানমার সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ১,৬৪৩ কিলোমিটার। এর মধ্যে মণিপুরে রয়েছে ৩৯৮ কিলোমিটার।



প্রশাসনিক তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ১,৪৭২ কিলোমিটার সীমান্তের সীমানা নির্ধারণ হয়েছে। জমি ও ভৌগোলিক জটিলতার কারণে বাকি অংশে কাজ বাধার মুখে। মোরে সেক্টরে ৯.২১৪ কিলোমিটার বেড়া ও টহলদারি রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে। আরও ২০.৮৬২ কিলোমিটার অংশে কাজ চলছে। প্রচলিত বেড়ার পাশাপাশি প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারিতেও জোর দেওয়া হচ্ছে। মণিপুর ও অরুণাচল প্রদেশে এক কিলোমিটার করে এলাকায় হাইব্রিড সার্ভেল্যান্স সিস্টেমের পরীক্ষামূলক প্রকল্প চলছে। ফল অনুকূল হলে ৮৩ কিলোমিটার সীমান্তে এই ব্যবস্থা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

গ্রামীণ যুবকদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও চাকরির সুযোগ, সমঝোতাপত্রে সই মণিপুর সরকারের

ইম্ফল : মণিপুরের গ্রামীণ যুবকদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে সমঝোতাপত্রে সই করল রাজ্য সরকার। দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা ২.০-র আওতায় মণিপুর স্টেট রুরাল লাইভলিহুডস মিশন (এমএসআরএলএম) এবং প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থাগুলির মধ্যে এই চুক্তি হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণদের কর্মসংস্থান ও আর্থিক স্বনির্ভরতার পথ তৈরি করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।

বৃহস্পতিবার ইম্ফলের মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের প্রধান সম্মেলন কক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী ইয়ুমনাম খেমচাঁদ সিং এবং উপমুখ্যমন্ত্রী নেমচা কিপগেন। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এই উদ্যোগ গ্রামীণ যুবকদের পরিকল্পিতভাবে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ দেবে এবং তাঁদের স্বনির্ভর হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। অংশীদার সংস্থাগুলির সঙ্গে এই সহযোগিতার মাধ্যমে মণিপুরের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘমেয়াদি জীবিকা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে



বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। রাজ্যের গ্রাম, ব্লক ও জেলা স্তরে কাজ করে এমএসআরএলএম। গ্রামীণ দারিদ্র্য কমানো এবং তৃণমূল স্তরে সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে এই সংস্থা। গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ দফতরের অধীনে গঠিত মিশনটি স্থানীয় স্তরে সংগঠন গড়ে তোলা এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজও করে।

তফসিলি জাতি ও জনজাতির মানুষ, একাকী মহিলা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ভূমিহীন শ্রমিক এবং অশান্তি-প্রভাবিত এলাকার বাসিন্দাদের মতো পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় এই মিশন। কর্মসূচির মূল লক্ষ্য তিনটি ক্ষেত্রে কাজ করা; বর্তমান জীবিকার উন্নতি, চাকরির উপযোগী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তুলতে সহায়তা। এর মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারগুলির আয় বাড়ানো এবং দারিদ্র্যের চক্র থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ তৈরি করতে চায় মিশন।

বিটিসির তিন কেন্দ্রে উপনির্বাচনের প্রস্তুতি, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৩০ নভেম্বর

কোকরাঝাড় : বডোলেভ টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের (বিটিসি) তিনটি কেন্দ্রে সম্ভাব্য উপনির্বাচন ঘিরে প্রস্তুতি শুরু করল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। কাজলগাঁও, দারাংগাজুলি ও রৌতা কেন্দ্রের ভোটার তালিকা তৈরির জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। কমিশনের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩০ নভেম্বর প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা।

নির্বাচন কমিশনের সূচি অনুযায়ী, তিন কেন্দ্রের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ৭ নভেম্বর। তালিকায় নাম সংযোজন, সংশোধন বা অন্য কোনও বিষয়ে দাবি ও আপত্তি জানানোর শেষ দিন ২১ নভেম্বর। জমা পড়া সমস্ত দাবি ও আপত্তির নিষ্পত্তি করার জন্য ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপর ৩০ নভেম্বর প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত তালিকা।

সম্ভাব্য উপনির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের এই প্রক্রিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে তিনটি কেন্দ্রে কবে ভোটগ্রহণ হবে, সে বিষয়ে এখনও কোনও দিনক্ষণ জানায়নি রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

শিলঙে ফের পেট্রল বোমা হামলা, এ বার নিশানায় ইডি দফতর

শিলং : মেঘালয়ের রাজধানী শিলঙে ফের পেট্রল বোমা হামলার ঘটনা ঘটল। এ বার নিশানায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) দফতর থাকা ভবন। বৃহস্পতিবার, ২২ অক্টোবর ভোরে লাংকিরডিং এলাকার ওই ভবন লক্ষ্য করে মোটরবাইকে আসা দুই মুখোশধারী পেট্রল বোমা ছুড়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় ভবনটির কাঠামোগত কোনও ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সুপার বিবেক সিয়েম ঘটনার কথা নিশ্চিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বৃহস্পতিবার সকালে ভবনের ভিতরে থাকা নিরাপত্তারক্ষী বিষয়টি প্রথম নজরে আনেন। হামলার পিছনে কারা রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তকারীরা এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন। অভিযুক্তদের শনাক্ত করার পাশাপাশি হামলায় ব্যবহৃত মোটরবাইকটিরও খোঁজ চলছে। এ ঘটনায় পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, গত দুদিনে শিলঙে কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠানে হামলার এটি দ্বিতীয় ঘটনা। এর আগে লাইটুমখরা, কিটিং রোড এবং কেনচেস ট্রেস এলাকায় সরকারি স্থাপনা লক্ষ্য করে পেট্রল বোমা হামলার খবর সামনে এসেছিল।

মুসলিম শরণার্থীরাই জ্বালিয়েছে প্যারিস! ‘ফরাসি বিপ্লবে’ লাভের গুড়ি খাচ্ছেন ‘দক্ষিণপন্থী’ লি পেন

প্যারিস : ১ মাসেরও বেশি সময় ধরে জ্বলছে ফ্রান্স। শিক্ষা, পরিকাঠামো, মুদ্রাস্ফীতি, বাসস্থান সংকট ও উন্নয়নের দাবিতে ইয়েলো ভেস্টদের পাশাপাশি বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন পড়ুয়ারাও। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে একের পর এক প্রাচীন স্থাপত্য। বিক্ষোভে স্লোগান উঠেছে স্বাধীন প্যালেস্টাইনের। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দাবিতে যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল তা অরাজকতায় চরমে উঠেছে। বিক্ষোভ ছড়িয়েছে স্পেন, ইরালি পর্তুগালেও। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-সহ একাধিক রাষ্ট্রনেতা অভিযোগ তুলেছেন, ফ্রান্সের এই বেহাল অবস্থার নেপথ্যে রয়েছেন মুসলিম শরণার্থীরা। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ তা খারিজ করলেও অভিযোগ পুরোপুরি এড়াতে পারেন না।

রিপোর্ট বলছে, আজকের ফ্রান্সের এই বেহাল অবস্থার বীজ পোঁতা হয়েছিল ২০১৬ সালে। সেই সময় মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া, মরক্কো, উগান্ডার মতো দেশগুলিতে যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে লাখ লাখ উদ্বাস্তু ভিড় জমাতে শুরু করে ইউরোপে। ফ্রান্সে ফরাসি লিবারেল এবং বামপন্থী দলগুলির তরফে স্লোগান দেওয়া হয় ‘রিফিউজিস ওয়েলকাম’। শরণার্থীদের স্বাগত জানানোর মানবিক আন্দোলন তীব্র রূপ নেয়। অন্যদিকে রাজনৈতিক মতভেদও শুরু হয় ব্যাপকভাবে। ওই বছরই দেশের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন লিবারেল নেতা এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। তিনি শরণার্থীদের ‘অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তি’ হিসেবে বর্ণনা করেন এবং জার্মানির উন্মুক্ত শরণার্থী



নীতির প্রশংসা করেন।

এর পরবর্তী গল্প পরিষ্কার। শরণার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হয় ফ্রান্সের সীমান্ত। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভিড় জমান দেশটিতে। শুরুতে তাঁদের সহজভাবে গ্রহণ করা হলেও সমস্যা শুরু হয় ধাপে ধাপে। শরণার্থীর চাপ বাড়ায় পরিষেবা ক্ষেত্রে সমস্যা বাড়তে থাকে। অর্থনীতির উপর চাপ বাড়ার পাশাপাশি বাসস্থান সংকট চরম আকার নেয়। ধীরে ধীরে ঘণ ঘণে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে। বিনামূল্যে শিক্ষার দেশ ফ্রান্সের স্কুলগুলির অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে, মুদ্রাস্ফীতি চরমে ওঠে, বেড়ে যায় জ্বালানি তেলের দাম। এই বেহাল পরিস্থিতিই আজ রাস্তায় নামিয়েছে ফ্রান্সের নাগরিকদের। প্রথমে ইয়েলো ভেস্টদের দ্বারা শুরু হওয়া বিক্ষোভ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে। অভিযোগ, এই বিদ্রোহেই ঢুকে পড়েছে মুসলিম শরণার্থীরা। শুরু হয়েছে ব্যাপক ভাঙচুর ও হিংসা। হিজাব পরে হাজার হাজার মহিলা যোগ দেন এই আন্দোলনে। আগুন ধরানো হয় একের পর এক স্থাপত্য। মুসলিম এলাকাগুলিতে ইহুদিদের উপর হামলার ঘটনা ঘটে। হাজার হাজার দোকান বাড়িতে চলছে বেলাগাম লুটপাট। গুরুতর এই পরিস্থিতিতেও বিক্ষোভ থামাতে বিশেষ কোনও উদ্যোগ নেননি ম্যাক্রোঁ প্রশাসন।

সিদ্দারামাইয়ার পর শিবকুমার! ‘মেটা চশমা পরে সিং অপারেশন চালিয়েছে’, বিস্ফোরক কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু : মেটা চশমা পরে সিং অপারেশন চালানো হয়েছে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার এবং কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভিডি সতীশনের উপরে! এমনই বিস্ফোরক অভিযোগে তোলপাড় রাজনৈতিক মহল। শিবকুমার এক সাক্ষাৎকারে এমন দাবি করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, এক শিল্পপতি সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন মেটা চশমা পরে। যা দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওই ব্যক্তির গতিবিধি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেন। শিবকুমার জানিয়েছেন, ওই শিল্পপতি বাণিজ্য সংক্রান্ত কথা বলতে বলতে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিয়ে যান রাজনীতির দিকে। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তিনি যে তথ্য পেয়েছেন তা থেকে জানতে পেরেছেন যে, ওই দর্শনার্থী কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভি ডি সতীশনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ও মেটা চশমা পরেছিলেন। তবে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীস এবং একজন



কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি তা পরেননি। শিবকুমারের আরও দাবি, খুব বড় কোনও সিং অপারেশনের ছক কষা হচ্ছে। এটা তারই এক নমুনা মাত্র। এমনকী, এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে কারা তাও তিনি জানেন বলে দাবি করেছেন কর্নাটকের

মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কারও নাম তিনি ফাঁস করেননি।

কর্নাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে তথাকথিত সিং অপারেশনের ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছিল আগেই। সিদ্দারামাইয়ার অভিযোগ ছিল, তাঁকে হেয় করার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে ওই ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। বেঙ্গালুরুর এক আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। কয়েকদিন আগেই আদালত অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করে জানিয়ে দেয়, ওই ফুটেজটি আর সম্প্রচার, আপলোড, শেয়ার বা অন্য কোনোভাবে প্রচার করা করা যাবে না। এই স্বগিতাদেশ সোশ্যাল মিডিয়াসহ সমস্ত প্ল্যাটফর্মে প্রযোজ্য হবে। এহেন পরিস্থিতিতে এবার নতুন অভিযোগ তুললেন শিবকুমার।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ধাক্কা, ট্রাম্পের গ্রহণযোগ্যতা ৩৬%

ওয়াশিংটন : আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে চাপে ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিউ ইয়র্ক টাইমস ও সিয়োনা কলেজের যৌথ সমীক্ষায় তাঁর গ্রহণযোগ্যতা নেমে এসেছে ৩৬ শতাংশে। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ৫৯ শতাংশ ভোটার মনে করেন, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ ট্রাম্প। ৫২ শতাংশ ভোটার ডেমোক্র্যাটদের সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। অর্থনীতি, জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি এবং ইরান যুদ্ধ নিয়ে অসন্তোষই এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ। ৭৩ শতাংশ গ্যাসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, আর ৬৫ শতাংশ ইরান যুদ্ধের জন্য ট্রাম্পকে দায়ী করেছেন। তবে সমীক্ষার ফলই নির্বাচনের চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারণ করে না। ভোটের ফল কোন দিকে যায়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

বহাল তবীয়তে আছেন মোজতবা খামেনেই, জীবিত শংসয় নিয়ে অবশেষে মুখ খুলল ইরান



তেহরান : বাবা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইর আনুষ্ঠানিক অস্ত্যোস্তিক্রিয়ায় দেখা যাবেন তাঁকে। বারবার প্রশ্ন উঠেছে ইরানের বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেইর স্বাস্থ্য নিয়ে। এমনকী তিনি জীবিত আছেন কি না নিয়েও শংসয় প্রকাশ করেছে একটি মহল। যদিও ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির অন্যতম শীর্ষ কূটনৈতিক আবদুল মজিদ হাকিম এলাহি জানান, বহাল তবীয়তে আছেন মোজতবা। গত সপ্তাহে শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে ৭ ঘণ্টা লম্বা বৈঠক করেছেন। তাহলে প্রকাশ্যে আসছেন না কেন?

ছ'মাস আগে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ বিমান হামলায় আহত হওয়ার পর থেকেই মোজতবা খামেনেইকে আর জনসমক্ষে দেখা যায়নি। উল্লেখ্য, ওই বিমান হামলাতেই ইরান যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল এবং নিহত হয়েছিলেন বাবা ও তৎকালীন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। এরপরই ইরানের শীর্ষপদে বসানো হয়ে ছেলে খামেনেইকে। যদিও জনসমক্ষে কখনই দেখা যায়নি তাঁকে।

এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠলে আবদুল মজিদ হাকিম এলাহি বলেন, তিনি অত্যন্ত সুস্থাস্থ্যের অধিকারী। খুব ভালোভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করছেন। এমনকী আমাদের প্রেসিডেন্টও জানিয়েছেন, গত সপ্তাহে তাঁর সঙ্গে ৭ ঘণ্টার একটি বৈঠক হয়েছে। গতকাল আমাদের জাতীয় সংসদের স্পিকার তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে বৈঠক হয়েছে। আমার কয়েকজন বন্ধুও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন, তাঁরা নিশ্চিত করেছেন যে, তিনি সুস্থ আছেন। খুব ভালোভাবে নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এরপরও বাবার অস্ত্যোস্তিক্রিয়ায় কেন দেখা যাবেন মোজতবাকে? পরবর্তীকালেও প্রকাশ্যে আসেননি কেন? এই বিষয়ে ইরানের কূটনৈতিকের দাবি, নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বদল হওয়ায় তিনি গণমাধ্যমের সামনে আসেননি, কেউ তাঁকে দেখেনি। যদিও বাবার অস্ত্যোস্তিক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন। সেই সময় আমি ইরানেই ছিলাম। মোজতবাও সেখানে ছিলেন। আবদুল মজিদ আরও বলেন, কোনও কোনও রাতে তিনি রাস্তায় নেমেছেন।

২৪টি এসিতে হচ্ছিল না ঠান্ডা, তৈরি হয় দমবন্ধ পরিস্থিতি!

চোরবাগানের ফরেনসিক রিপোর্টে বিস্ফোরক তথ্য

কলকাতা : ১৩৪ টনের ২৪টি এসিতেও ঠান্ডা হচ্ছিল না মণ্ডপ। ভিড়ে ঠাসা জায়গায় নিমেষেই দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। চোরবাগান সর্বজনীন বিপর্যয়ের ফরেনসিক রিপোর্টে সামনে এল বিস্ফোরক তথ্য।



ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের দাবি, মণ্ডপ ফাঁকা থাকলে বা ভিড় নিয়ন্ত্রণে থাকলে ১৩৪ টনের এসি যথেষ্ট। তবে বিপুল পরিমাণ ভিড় হওয়ায় এসি এবং ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না। তার ফলে দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। মণ্ডপ থেকে একসঙ্গে বহু দর্শনার্থী তাড়াহুড়ো করে বেরনোর চেষ্টা করেন। তার ফলে পদপিষ্টের মতো বড়সড় বিপর্যয় হয়। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টেও শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যুর তথ্য সামনে এসেছে। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই মণ্ডপের

ভেন্টিলেশন সিস্টেম নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বলে রাখা ভালো, প্রথম সপ্তমীতে অর্থাৎ গত ১৭ অক্টোবর, শনিবার চোরবাগানে ঘটে গিয়েছে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। ঠাকুর দেখতে গিয়ে প্রবল ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। জখম হন কমপক্ষে ২৫ জন। দুর্ঘটনার রাতেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেন হাই কোর্টের কোনও বিচারপতিকে মাথায় বসিয়ে তদন্তকারী দল তৈরি করা হবে। মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি লেখেন। সেক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত কোনও বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। সেই নির্দেশ মেনে বিশেষ তদন্তকারী দল অর্থাৎ সিট গঠন করেছে রাজ্য সরকার।

জলবায়ু সম্মেলনের প্রহসন, ন্যায়বিচারের দাবি: সিওপি৩১-এ গ্লোবাল সাউথের নেতৃত্ব দিক ভারত

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে প্রতিশ্রুতি ও আলোচনার অভাব নেই। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য ঋণমুক্ত জলবায়ু অর্থায়ন, সাশ্রয়ী পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি এবং ঐতিহাসিক কার্বন নিঃসরণের দায় স্বীকারের প্রশ্নে অগ্রগতি এখনও সীমিত। তুরস্কের আনতালিয়ায় আসন্ন সিওপি৩১-এ ভারতকে ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা-সহ গ্লোবাল সাউথের দেশগুলিকে একজোট করে জলবায়ু ন্যায়বিচারের দাবিতে আরও দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চগুলির একটি হল রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু সম্মেলন বা কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এই সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধান, কূটনীতিক, বিজ্ঞানী, পরিবেশকর্মী এবং শিল্পমহলের প্রতিনিধিরা একত্রিত হচ্ছেন। কিন্তু বিপুল আয়োজন, দীর্ঘ আলোচনা এবং একের পর এক ঘোষণার পরেও একটি মৌলিক প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে: বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জলবায়ু-ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলি কি প্রয়োজনীয় অর্থ, প্রযুক্তি ও বাস্তব সহায়তা পাচ্ছে?

২০২৬ সালের ১০ থেকে ২০ নভেম্বর তুরস্কের আনতালিয়ায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সিওপি৩১। সম্মেলনের আগে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে জলবায়ু অর্থায়ন, কার্বন নিঃসরণ কমানোর দায়িত্ব এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির অধিকার নিয়ে বিতর্ক আরও জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির কাছে এই সম্মেলন শুধুমাত্র নতুন লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণার মঞ্চ হতে পারে না। তাদের প্রয়োজন এমন একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবিলার দায়িত্ব ঐতিহাসিক দায়, আর্থিক সামর্থ্য এবং বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

এখানেই ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়নশীল অর্থনীতি হিসেবে ভারতকে একদিকে দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান ও শিল্পায়নের প্রয়োজন মেটাতে হচ্ছে, অন্যদিকে পুনর্বীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে পরিবেশগত দায়ও সামলাতে হচ্ছে। এই দ্বৈত বাস্তবতা ভারতকে উন্নত ও উন্নয়নশীল

বিশ্বের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু সেই ভূমিকা কার্যকর করতে হলে কূটনৈতিক সৌজন্যের পাশাপাশি স্পষ্ট দাবি এবং সুসংহত আন্তর্জাতিক জোট গড়ে তোলা জরুরি।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সবচেয়ে বেশি পড়ছে বহু উন্নয়নশীল দেশের উপর। বন্যা, খরা, তাপপ্রবাহ, ঘূর্ণিঝড়, হিমবাহের গলন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি; এই সবকিছুর মোকাবিলায় প্রয়োজন বিপুল বিনিয়োগ। অথচ বহু দেশের রাজস্ব সীমিত, ঋণের বোঝা বেশি এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিকাঠামোর মতো মৌলিক ক্ষেত্রে ব্যয়ের চাপ ক্রমবর্ধমান।

এই পরিস্থিতিতে জলবায়ু অর্থায়নের নামে যদি মূলত ঋণ দেওয়া হয়, তবে তা সমস্যার সমাধানের বদলে নতুন আর্থিক সংকট তৈরি করতে পারে। যে দেশ বন্যায় কৃষিজমি হারিয়েছে, খরায় ফসলের ক্ষতি হয়েছে কিংবা ঘূর্ণিঝড়ে বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ পরিকাঠামো ধ্বংস হয়েছে, সেই দেশকে পুনর্গঠনের জন্য আবার ঋণ নিতে হলে তার দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

উন্নত দেশগুলি দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে জলবায়ু অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। কিন্তু অর্থের পরিমাণের পাশাপাশি তার প্রকৃতি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। মূল নিবন্ধে দাবি করা হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে দেওয়া

সরকারি জলবায়ু অর্থায়নের ৭০ শতাংশেরও বেশি ঋণের আকারে আসে। এই পরিসংখ্যানের নির্দিষ্ট হিসাব ও সংজ্ঞা যাচাই করা প্রয়োজন হলেও মূল সমস্যাটি স্পষ্ট; জলবায়ু বিপর্যয়ের ক্ষতি সামলাতে গিয়ে দরিদ্র দেশগুলির ঋণনির্ভরতা বাড়ি উচিত নয়।

সিওপি৩১-এ ভারতের অন্যতম দাবি হওয়া উচিত, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় অনুদানভিত্তিক অর্থায়নের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো। যেখানে ঋণ দেওয়া হবে, সেখানে সুদের হার, পরিশোধের শর্ত এবং সংশ্লিষ্ট দেশের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় রাখতে হবে। বিশেষত জলবায়ু বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলির পুনর্গঠন ও ক্ষয়ক্ষতি পূরণের অর্থকে সাধারণ বাণিজ্যিক ঋণের সঙ্গে এক করে দেখা যায় না।

এটি কোনও দাতব্য সহায়তার প্রশ্ন নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দায় এবং বর্তমান সক্ষমতার ভিত্তিতে দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার প্রশ্ন। যে দেশগুলি দীর্ঘদিন ধরে বিপুল পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে শিল্পোন্নত হয়েছে, তাদের দায়িত্বও সেই অনুপাতে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

জলবায়ু আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল ‘কমন বাট ডিফারেনশিয়েটেড রেসপনসিবিলিটিজ অ্যান্ড রেসপেক্টিভ ক্যাপাবিলিটিজ’; অর্থাৎ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার

দায়িত্ব সকলের হলেও ঐতিহাসিক নিঃসরণ ও আর্থিক-প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অনুযায়ী সেই দায়িত্বের মাত্রা আলাদা হওয়া উচিত।

শিল্পবিপ্লবের পর থেকে উন্নত অর্থনীতিগুলি দীর্ঘ সময় ধরে কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহার করে সম্পদ ও পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। অন্যদিকে, বহু উন্নয়নশীল দেশ এখনও তাদের জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লড়াই চালাচ্ছে। এই দুই অবস্থানকে এক মাপকাঠিতে বিচার করলে বৈশ্বিক জলবায়ু ন্যায়বিচারের ধারণাই দুর্বল হয়ে পড়ে।

ভারতের আলোচনায় তাই শুধু বর্তমান বার্ষিক নিঃসরণ নয়, দীর্ঘমেয়াদি ঐতিহাসিক নিঃসরণ, মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণ এবং উন্নয়নের প্রয়োজনকেও গুরুত্ব দিতে হবে। একই সঙ্গে এই যুক্তি যেন বর্তমান নিঃসরণ কমানোর দায়িত্ব এড়ানোর অজুহাত না হয়ে ওঠে। জলবায়ু পরিবর্তন রুখতে প্রত্যেক দেশেরই ভূমিকা রয়েছে, তবে সেই ভূমিকা পালন করার সামর্থ্য এবং ঐতিহাসিক দায় এক নয়।

এই ভারসাম্য বজায় রাখাই ভারতের কূটনীতির বড় পরীক্ষা। একদিকে দ্রুত শিল্পায়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের অধিকার রক্ষা, অন্যদিকে পরিচ্ছন্ন শক্তির ব্যবহার বাড়ানো;

দুটি লক্ষ্যকে পরস্পরের বিরোধী না করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার নামে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নতুন বাধা তৈরি হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম বা সিবিএএম তার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিগত কার্বনের ভিত্তিতে আমদানির উপর অতিরিক্ত আর্থিক দায় আরোপ করা হয়।

পরিবেশগত কারণে কার্বন নিঃসরণের হিসাব রাখা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াকে পরিচ্ছন্ন করার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই ধরনের ব্যবস্থার প্রভাব উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিল্পের উপর সমান হয় না। পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তিতে আগে থেকেই বিনিয়োগ করা ধনী দেশের শিল্পগুলি সুবিধা পেতে পারে, অথচ উন্নয়নশীল দেশের উৎপাদকদের জন্য নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ ও নিগমন কমানোর খরচ বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। যে দেশগুলি এখনও শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় রয়েছে, তাদের জন্য পরিচ্ছন্ন উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রযুক্তি ও অর্থের সহায়তা না দিয়ে যদি কেবল আর্থিক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, তবে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও বাড়তে পারে।

KRC TIMES
STAY ENRICHED

STAY INFORMED, STAY ENRICHED

- Breaking News
- In-Depth Analysis
- Expert Opinions
- Local & Global Stories
- Diverse Content

SCAN TO EXPLORE MORE!

or visit <https://linktr.ee/krctimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED

NOMINATE YOUR FAVOURITE TEACHER

YOUR VOICE. YOUR VOTE.

Celebrating and Honouring the Educators who Inspire, Empower and Transform

Nominations are open for

North East Integration Rally Teacher Excellence Award

2026-27

Who Can Nominate?

Students | Schools | Parents | Citizen | Self Nominate

Scan the QR & Fill the Google form

<https://bit.ly/NEIRTEA> www.krctimes.org



EMPOWERING YOUNG MINDS

**UNLOCK YOUR
FUTURE WITH
BRAIN VISION CLASSES**

At Brain Vision Classes,
we provide the ultimate
blueprint your books
leave out, featuring:

- Advanced Logic
- Modern Skills
and Career Focus

For Students
(Classes VI-X)

- Cutting-edge Online Modules
- Hands-on Practical Training

Scan to Enroll 

 **Know More**



www.krcfoundation.org

REGISTER TODAY! <https://bit.ly/KRCBrainVision>



info@krcfoundation.org



+91 - 9330830083



কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ



কেআরসি টাইমস

স্টেট এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যায় মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com



নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন

+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

<https://bit.ly/whykrctimes>

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!

KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.

OUR PLATFORMS:

Website

YouTube

Social Media

Magazine

E-Copy

Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com

info@krcfoundation.org



DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
<https://bit.ly/krctimesratecard>

